জলসাঘর

গল্পাংশ

তিনপুরুষ ধরে রায়েরা করেছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষ করেছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ীর লক্ষ্মী ঋণসমুদ্রে তলিয়ে গেলো।

কিন্তু বংশগৌরবে গঠিত বিশ্বম্ভর এ-অবস্থাতেও নতশির হলেন না। একমাত্র পুত্র বীরেশ্বরের উপনয়ন উপলক্ষ্যে পূর্ব আমলের রায়গিন্নীদের গহনা বন্ধক দিয়ে বিপুল উৎসবের আয়োজন করলেন। গানে বাজনায় আতস বাজিতে রায়বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠল।

উৎসবের অল্পকাল পরেই বিশ্বম্ভরের স্ত্রী মহামায়া সপুত্র নদীপথে পিতৃগৃহে যাবার আগে স্বামীকে

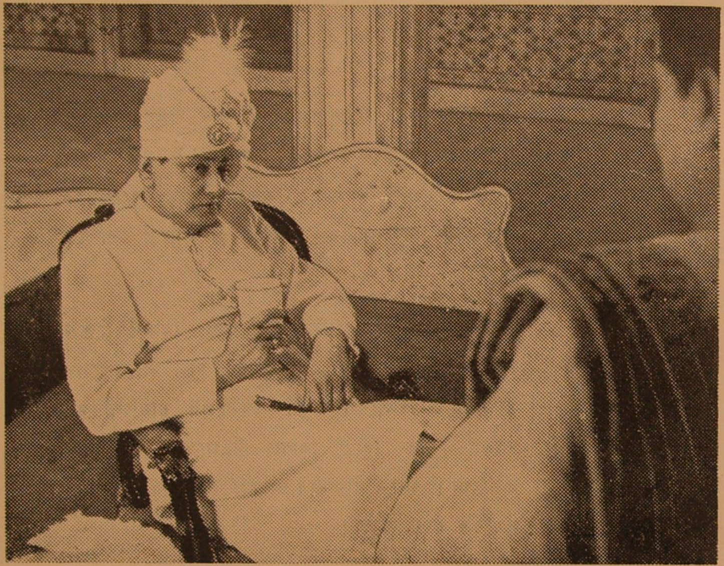

অনুরোধ করে গেলেন তিনি যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে অযথা অপব্যয় না করেন।

মহামায়ার অবর্তমানে গ্রামের মহাজন জনার্দন গাঙ্গুলির ছেলে ধনী ব্যবসাদার মহিম গাঙ্গুলি তার হাল ফ্যাশানের নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে বিশ্বম্ভরকে নিমন্ত্রণ জানাতে এলেন। মহিমের এ-হেন আকস্মিক স্ফীতি বিশ্বম্ভরের অসহ্য মনে হোল। তিনি মহিমকে জানালেন যে তাঁর পক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব নয় কারণ তাঁর নিজের বাড়ীতেই সেদিন পুণ্যাহ অনুষ্ঠান।

মহিম অপদস্থ হয়ে বিদায় নিলেন। মহামায়ার নিষেধ সত্বেও বিশ্বম্ভর নায়েব তারাপ্রসন্নকে অবশিষ্ট গহনা বন্দক দিয়ে পুণ্যাহের জন্য অকৃপণ আয়োজনের আদেশ দিলেন এবং মহামায়াকে পুণ্যাহের দিন এসে পৌঁছাবার জন্য সংবাদ পাঠাতে বললেন।

অনুষ্ঠানের দিন সকাল থেকে ঝড় উঠল। সন্ধ্যায় বিশ্বম্ভরের জলসাঘরে ওস্তাদ উজীর খাঁ মিঞা-কি-মল্‌হার রাগে খেয়াল গাইছেন, এমন সময় খবর

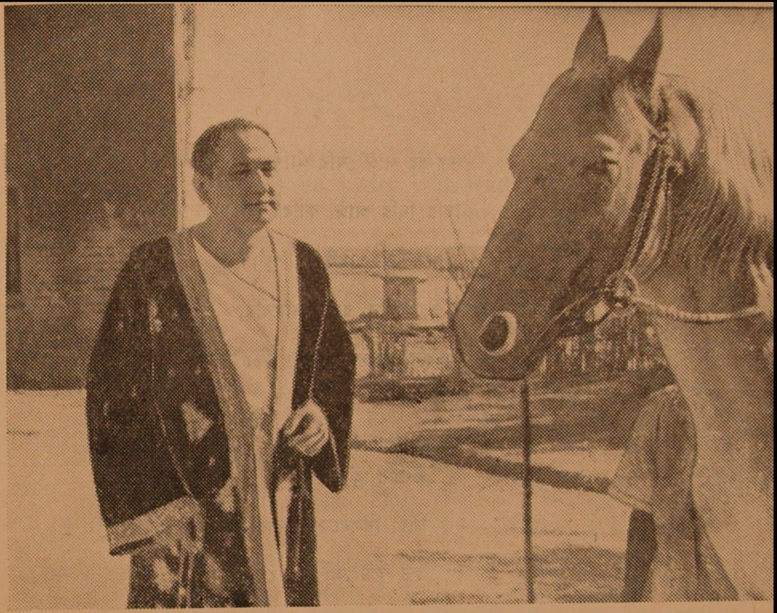

এলো ঘূর্ণিতে পড়ে বজরা-ডুবি হয়েছে ; মহামায়া ও বীরেশ্বরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই নিদারুণ দুঃসংবাদে বিশ্বম্ভর মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

চার বছর কেটে গেলো। প্রিভি কাউনসিলের রায়ে বিশ্বম্ভরের সর্বস্ব গেলো, এক দেবোত্তর ছাড়া। কর্মচারিদের মধ্যে বাকি রইল মাত্র দুজন—নায়েব তারাপ্রসন্ন ও প্রভুভক্ত খানসামা অনন্ত। বিশ্বম্ভর বিলাস-ব্যসন বর্জন করে নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ জীবন যাপন করতে লাগলেন।

মহিম গাঙ্গুলি এখন গ্রামের জমীদার। তাঁর বাড়িতে নতুন জলসাঘর হয়েছে এবং তারই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তিনি বিশ্বম্ভরকে নিমন্ত্রণ জানাতে এলেন। তাঁর কথাবার্তায় ব্যঙ্গের রেশ। অসুস্থতার ওজুহাতে বিশ্বম্ভর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন।

সন্ধ্যায় মহিমের বাড়ী থেকে লক্ষ্ণৌয়ের কৃষ্ণাবাঈএর কথক নাচের শব্দ ভেসে এসে একদা-সংগীতপ্রিয় বিশ্বম্ভরকে বিচলিত করে তুলল। ক্ষোভে, ঈর্ষায় বিহ্বল হয়ে বিশ্বম্ভর স্থির করলেন তাঁর বাড়ীতেও কৃষ্ণাবাঈয়ের নাচ হবে।

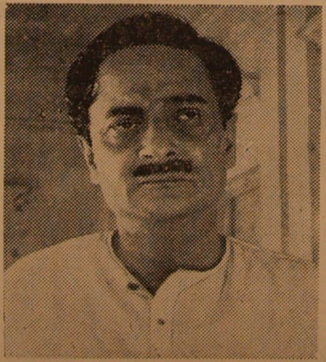

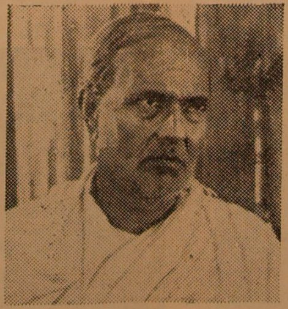

তহবিলের শেষ কপর্দক ব্যয় করে জলসার আয়োজন হল। মহিম নিমন্ত্রিত হয়ে জলসায় এলেন। বিশ্বম্ভর তাঁর শেষ মোহরগুলি বাইজিকে ইনাম দিয়ে প্রমাণ করলেন যে রায়বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

কিন্তু এই জলসাই হোল বিশ্বম্ভরের কাল। মহিমকে অপদস্থ করার উল্লাসে অতিরিক্ত মদ্যপান করে বিশ্বম্ভরের মতিভ্রম হোল। অনন্তর বারণ সত্বেও তিনি মত্ত অবস্থায় তাঁর প্রিয় ঘোড়া তুফানের পিঠে সওয়ার হয়ে উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটালেন।

১

ভর ভর আঈঁ মেরি আঁখিয়া পিয়া বিন।

ঘিরি ঘিরি আঈ কারি বদরিয়া,

ক্যাসে কহু মিঠি বাতিয়ঁা।

সজিয়া সুনি রয়ন অঁাধেরি,

ধড়কন লাগি মোরি ছাতিয়ঁা॥

২

জলরস বুঁদন বরসে

পিয়া মিলনকো জিয়ারা তরসে।

ইঁউ ইঁউ আওয়ত ঘোর বদরিয়া,

মোরি আখিঁয়া বরসেঁ॥

JALSAGHAR

Zeminder Biswambhar Roy belonged to a lineage of feudel system hoary with tradition. His predecessors for the first three generations accumulated wealth. The fourth generation ruled to consolidate the prosperity. But the fifth and sixth generations lived a life of pleasure and left behind a huge liability. All that was left disappeared in an ocean of debt during the period of Biswambhar.

Proud of his heritage Biswambhar was not one to yield to circumstances. With due pomp and glory he celebrated the sacred thread ceremony of his only son Bireswar by pledging some family jewels and ornaments. The palace of the Roy's resounded with music and songs and a brilliant display of fire works.

A few days after the celebrations, Mahamaya, wife of Biswambhar, left for her father's place with her son. She entreated Biswambhar to be more careful with his expenses and not to squander away unnecessarily. The rich money lender and business-man, Janardan Ganguli's son Mahim Ganguli has built a house of modern design. During the absence of Mahamaya he came to invite Biswambhar to his house warming ceremony. Biswambhar could not put up with the showings off, of an upstart. He curtly refused on the plea that on the same day he had the celebration of 'Homage day' (a day when the subjects called on the Zeminder with offerings to pay him respects) at his palace.

Mahim left in disgrace. Inspite of his promise to Mahamaya Biswambhar pledged the remaining jewels and ornaments of the family through his Naib Taraprassanna. He ordered a grand celebration to mark the occasion and sent words for bringing back Mahamaya and his son. On the day of the celebrations

a big storm came up. In the evening in Biswambhar's JALSAGHAR while Ustad Ujir Khan was singing Kheyal of the melody Main-ki-Malhar the news came that the pleasure boat bringing back Mahamaya and Bireswar have been caught in a maelstorm and it had not been possible to rescue them. Such a targic news stunned Biswambhar.

Four years passed away. Biswambhar lost his all, excepting a piece of land which he enjoyed as a sebait, in a verdict from the Privy Council. Of his retinue he was only left with his Naib Taraprassanna and Khansama Ananta. Biswambhar settled on a life of bland existence shunning all pleasures. By an irony of fate Mahim Ganguli is now the Zeminder of the place. He has built a JALSAGHAR in his palace and he comes to invite Biswambhar to grace the occasion by his presence. His words were tinged with a touch of irony. This time also Biswambhar refused the invitation on grounds of indisposition. Once a connoisseur of music, Biswambhar felt restless as the music of Kathak dance of Krishnabai dancing in Mahim's house reached him. Lost in jealous hatred Biswambhar decided to throw a Jalsa of a dance of Krishnabai in his JALSAGHAR which remained closed from the date of his wife and only son died.

JALSA is arranged by spending the last farthing of the state. Mahim is one of the guests in the JALSA. To prove that the glory of his family is still not lost Biswambhar offers the last mohurs as present to the BAIJI or the dancing girl.

But this JALSA proves to be the proverbial last straw. In a frenzy of satisfaction to have been able to insult Mahim he drank to excess. Inspite of his Khansama Ananta's entreaties he orders his horse 'TUFFAN' to be brought out with equipage and in his drunken condition he rides away in a gallop on his favourite horse, Tuffan,

———

অরোরার নিবেদন

জ ল সা ঘ র

মূল কাহিনী : তারাশঙ্কর

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়

সঙ্গীত : ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁ
আলোকচিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শব্দগ্রহণ : দুর্গাদাস মিত্র
শিল্পনির্দ্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
ব্যবস্থাপনা : অনিল চৌধুরী
নৃত্যে : রোশনকুমারী
সুরারোপে : আখ্‌তারী বাঈ (ফৈজাবাদী), সালামাত খাঁ, বিসমিল্লা খাঁ, ওয়াহেদ খাঁ, লড্ডন খাঁ, দক্ষিণামোহন ঠাকুর (অ্যাঃ) ও অন্যান্য।

॥ সহকারী ॥

পরিচালনায় : শৈলেন দত্ত; তপেশ্বর প্রসাদ, নিত্যানন্দ দত্ত।
আলোকচিত্রগ্রহণে : নিমাই রায়, বিজয় রায়, মোহন সরকার।
চিত্রনাট্যে : শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী।
সম্পাদনায় : তপেশ্বর প্রসাদ।
শিল্পনির্দ্দেশনায় : রবি চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মল্লিক।
আলোক-সম্পাতে : ধীরেন দাস, দেবু মণ্ডল।
মেক-আপে : শক্তি সেন।
স্থির-চিত্রে : টেকনিকা।
দৃশ্য-পটে : আর. আর. সিন্দে।
শব্দগ্রহণে : সত্যেন ঘোষ, অমর চট্টোপাধ্যায়।
ব্যবস্থাপনায় : ভানু ঘোষ।
রূপসজ্জায় : বসন্ত দত্ত, ভীম নস্কর।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনারায়ন চৌধুরী, মহারাজা প্রবীরেন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজারাও ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, সৈয়দ কাশেম আলি মির্জা, প্রশান্ত দেব, সুবীর হাজরা।

ভূমিকায় :

ছবি বিশ্বাস : পদ্মা দেবী : গঙ্গাপদ বসু
কালী সরকার : তুলসী লাহিড়ী
পিনাকী সেনগুপ্ত : প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

॥ অরোরা ষ্টুডিওতে গৃহীত ॥

অরোরা ল্যাবোরেটারি ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারিতে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন (প্রাঃ) লিঃ
১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

চির নূতন চিত্রসম্ভার

পৌরাণিক

প্রহ্লাদ
জয়দেব
হরিশ্চন্দ্র

আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিতে উজ্জ্বল

পথের পাঁচালী

অপরাজিত

রাইকমল

পরশ পাথর

অযান্ত্রিক

উত্তম - সুচিত্রা অভিনীত

ওরা থাকে ওধারে
সদানন্দের মেলা

নিউ থিয়েটার্সের

মহাপ্রস্থানের পথে
রামের সুমতি প্রভৃতি

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২৫ ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা, কর্তৃক প্রকাশিত এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।